# গবেষণা প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় ফসল উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য

## ☛ সারা দেশে ১০টি কৃষি তথ্য কেন্দ্র

## ☛ কৃষি ক্লাব গড়ে উঠেছে সহস্রাধিক

## ☛ কৃষকদের কৃষি শিক্ষা দেয়া হচ্ছে

**মিজানুর রহমান তোতা :** কৃষি বিপ্লব ঘটানোর সরকারী পদক্ষেপ বাস্তবায়ন হচ্ছে। মাঠে যাচ্ছে কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার আধুনিক প্রযুক্তি। কখন কি ফসল কোন জমিতে কিভাবে আবাদ করতে হবে, কোনটা লাভজনক, সারের মাত্রা কি হবে, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ ঠেকাতেই বা কি ব্যবস্থা, মাঠের দাম আর বাজার দাম কি, কোন সময়ে ফসল বিক্রি করলে কৃষকরা লাভবান হবে- এসব তথ্যাদি জানার জন্য সাধারণ কৃষকদের আগের মতো কারো দ্বারস্থ হতে হচ্ছে না। কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া হচ্ছে কৃষি প্রযুক্তি বাস্তবায়নের যাবতীয় তথ্যাদি। কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি তথ্য সার্ভিস যশোরসহ সারা দেশে ১০টি কৃষি অঞ্চলে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ওই কেন্দ্রের আওতায় গড়ে উঠেছে এলাকাভিত্তিক সহস্রাধিক কৃষি ক্লাব। অজস্র কৃষক এর সুবিধা পাচ্ছে। ক্লাবগুলোও সরকারের দেয়া কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের যাবতীয় সুযোগ পাচ্ছে। তারা কৃষকদের প্রায় প্রতিদিন মাঠের কাজ শেষে বৈঠক করে হাতেকলমে শিক্ষা দিচ্ছে। একসময় সাধারণত কৃষি গবেষণাগার থেকে প্রযুক্তি মাঠে যেত না। মুষ্টিমেয় মহাজন কৃষক নিত্যনতুন পদ্ধতি ব্যবহার করে লাভবান হতো। বঞ্চিত হতো সাধারণ কৃষকরা। আসলেই আবহমানকাল থেকে কৃষকরা চাষাবাদ করতো গতানুগতিক ধারায়। কিন্তু এখন অনেক পরিবর্তন ঘটছে। পাল্টে যাচ্ছে চাষাবাদ পদ্ধতিও। ব্যবহার হচ্ছে আধুনিক প্রযুক্তি। যে কারণে বর্তমানে সবজি ও ধানসহ ফসল উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য আসছে। এক্ষেত্রে কৃষি তথ্য সার্ভিস ও প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কেন্দ্র বিরাট ভূমিকা রাখছে। এতে কৃষি উৎপাদনে ঘটছে বিপ্লব। গ্রামীণ অর্থনীতি হচ্ছে চাঙ্গা।

কৃষি তথ্য সার্ভিস খামারবাড়ীর পরিচালকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, কৃষকদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষায় দেশের কৃষিবিজ্ঞানী ও কৃষিবিদসহ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিজ্ঞানীদের সমন্বয়ে মাঝেমধ্যেই দেশের এলাকার মাঠে গিয়ে প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হচ্ছে। সাধারণ কৃষকরাও অভিভূত হচ্ছে দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের মাঠে পেয়ে। অনেক কৃষক প্রশিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষকরা আবার শিক্ষা দিচ্ছে তার এলাকার কৃষকদের। এক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউটসহ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সকল বিভাগ। দেশের অনান্য এলাকার মতো দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ১০ জেলার কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে যশোরের গ্রাম গাইদঘাটে। এলাকাটি ইতোমধ্যে সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। সবজির পোকা-মাকড় দমনে এখন গাইদঘাটসহ যশোরের মাঠে কীটনাশক ব্যবহার কমে গেছে। 'ফেরোমন ট্রাপ' পোকা মারার ফাঁদ। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে সফলতা এসেছে। সবজির মাধ্যমে মানবদেহে বিষ ঢোকার আশঙ্কা থাকছে না। যার কারণে বিষমুক্ত সবজির চাহিদা বেড়েছে ব্যাপক। যশোরের গাইদঘাট কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত লক্ষণচন্দ্র মণ্ডল দৈনিক ইনকিলাবকে জানান, কৃষি মন্ত্রণালয় কৃষি তথ্য সার্ভিস কেন্দ্র স্থাপন করেছে। কেন্দ্র পরিচালনার জন্য কম্পিউটার, প্রজেক্টর, ওয়েব ক্যামেরা, ইন্টারনেট, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, আসবাবপত্র, জেনারেটর ও কৃষি তথ্য সংক্রান্ত বই সরবরাহ করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে ঢাকায় নিয়ে কৃষক প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এ অঞ্চলের মোট ৬২টি কৃষি ক্লাবের মনিটরিং কেন্দ্র হিসেবে যশোরের গাইদঘাট কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র থেকে কৃষকদের জানিয়ে দেয়া হচ্ছে ফসল আবাদ পদ্ধতি, সার প্রয়োগ, পরিচর্যা, বাজার দর, কোন সময়ে কোন জমিতে কোন ফসল আবাদ হলে সুবিধা হবে, মাটির উর্বরা শক্তির রিপোর্টসহ কৃষিবিষয়ক যাবতীয় তথ্য। এতে কৃষকরা বিরাট উপকার পাচ্ছে। কৃষক সংগঠন আইয়ুব হোসেন গাইদঘাট কৃষি তথ্য কেন্দ্র স্থাপনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। তার সাথে কথা হয় খাজুরা এলাকার একটি সবজি মাঠে। তিনি বললেন, কৃষকদের দেখাচ্ছি, শিখাচ্ছি ও বুঝাচ্ছি। কৃষকরা তথ্য কেন্দ্র থেকে বহুমুখী সুবিধা পাচ্ছে। তার কথা, শুধু যশোরের গাইদঘাট কৃষি তথ্য কেন্দ্র নয়, দেশের অন্যান্য এলাকায় স্থাপিত কেন্দ্রগুলোর মাধ্যমেও কৃষকরা উপকৃত হচ্ছে। সরকার কৃষি বিপ্লবের যে পদক্ষেপ নিয়েছে, এটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৃষি তথ্য সার্ভিস

ও প্রযুক্তি বাস্তবায়ন কেন্দ্র সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। একটু জানা সাধারণ কৃষক কিংবা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষক কৃষি তথ্য কেন্দ্রের সরঞ্জমাদি ব্যবহার করতে পেরে আনন্দিত। মাঠের কাজ শেষে কিংবা অবসর সময়ে কৃষক তথ্য কেন্দ্রে গিয়ে মুহূর্তে কৃষি সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেয়ে যাচ্ছে। সরেজমিন গাইদঘাট কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্রে গিয়ে দেখা গেছে, কৃষকরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে শুধু ফসল ফলাচ্ছে না, তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে কৃষি গবেষণাগার থেকে কখন কোন জাতের বীজ উদ্ভাবন করা হচ্ছে, কিভাবে আবাদ করে বেশী ফলন পাওয়া যাবে- এসবও জানতে পারছে। কৃষি তথ্য এখন কৃষকদের হাতে মুঠোয় চলে এসেছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পর্যায়ক্রমে সারা দেশের সব গ্রামে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য আরো বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।